ইত্তেফাক

তারিখ ... 4|8|80 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম ... 8 ... ...

দরিদ্র এশিয়ায় বাংলাদেশ দরিদ্রতম

॥ আলমগীর হোসেন ॥

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। শতকরা অন্যূন ৫৯ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে আছেন। দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে ইন্দোনেশিয়া। এই দেশে শতকরা ৫৭ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে। প্রতিদিন ২১শত ক্যালোরী খাবার ক্রয়-ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহাদেরই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোক—অর্থাৎ দরিদ্র বলিয়া আন্তর্জাতিকভাবে ধরা হইয়া থাকে।

এশিয়ার অন্যান্য দেশ পাকিস্তানে শতকরা ৪৫ জন, ভারতে শতকরা ৪১ জন, ফিলিপাইনে ৩২ জন, মালয়েশিয়ায় ১৪ জন, শ্রীলংকায় ৭ জন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় মাত্র ৩ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলংকা শীর্ষে এবং ভূটান সর্বনিম্নে। শ্রীলংকায় মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ২ শত ডলারের উর্ধ্বে এবং ভূটানে মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় মাত্র ৭০ ডলারের মত। তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় মাত্র ১ শত ১০ ডলার। বার্মা ও নেপালে ১ শত ২০ ডলার, ভারতে ১ শত ৫০ ডলার, আফগানিস্তানে ১ শত ৬০ ডলার, পাকিস্তানে ১ শত ৭০ ডলার।

এশিয়ায় সর্বাপেক্ষা অধিক আয় করে সিঙ্গাপুরের লোকেরা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

দরিদ্র এশিয়ায় বাংলাদেশ

(১ম পৃঃ পর)

সিঙ্গাপুরের লোকদের বার্ষিক গড় আয় ২ হাজার ৭ শত ডলার এবং হংকংয়ে ২ হাজার ১ শত ১০ ডলার। এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা কম আয়ের লোকদের বাস ইন্দোনেশিয়ায়। এখানকার লোকদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ২ শত ৪০ ডলার, থাইল্যাণ্ড দ্বিতীয় স্থানে—আয় ২ শত ৮০ ডলার, ফিলিপাইন ৪ শত ১০ ডলার, দক্ষিণ কোরিয়া ৬ শত ৭০ ডলার ও মালয়েশিয়ায় ৮ শত ৬০ ডলার।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রায় প্রত্যেকটিতে চরমভাবে দরিদ্র লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। কোন কোন দেশে শতকরা ৫০ ভাগেরও উর্ধ্বে আবার কোথাও নীচেও রহিয়াছে। তবে গড় হিসাবে ৫০ ভাগই সঠিক। চরমভাবে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে সর্বাধিক। '৭৯ সনের হিসাব মতে বাংলাদেশের ৮ কোটি ৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোক চরমভাবে দরিদ্র। যে সকল লোক নিজেদের দৈনন্দিন ন্যুনতম খাদ্য, পুষ্টি ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে না তাহাদেরই 'চরম' দরিদ্র বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

এশিয়ার অন্যান্য দেশে চরমভাবে দরিদ্র লোকদের সংখ্যা: বার্মায় ৩ কোটি ৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ কোটি ৫০ লক্ষ, ভারতে ৬২ কোটি ৪ লক্ষের মধ্যে ২২ কোটি ৩৪ লক্ষ, আফগানিস্তানে ১ কোটি ১৪ লক্ষের মধ্যে ৮১ লক্ষ, পাকিস্তানে ৭ কোটি ১৩ লক্ষের মধ্যে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ, শ্রীলংকায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ লোক চরম দরিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করে।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মোট জাতীয় আয়ের প্রধানতম উৎস কৃষি। নেপালে জাতীয় আয়ের ৬৫ ভাগ আসে কৃষি খাত হইতে। বাংলাদেশে ৫৯ ভাগ, ভারতে ৪৭ ভাগ, শ্রীলংকায় ৩৭ ভাগ ও পাকিস্তানে ৩২ ভাগ কৃষি খাত হইতে আয় হইয়া থাকে। এই দেশগুলিতে 'শিল্প' এখনও জাতীয় আয়ের উৎস হিসাবে পুরাপুরি দাঁড়াইতে পারে নাই। এমনকি ৬০ দশকের তুলনায় উল্লিখিত দেশগুলির কৃষিক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হইতেছে: 'সার্ভিস'।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও জমির মালিকানা একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে চলিয়া যাইতেছে। শ্রীলঙ্কা ব্যতীত অন্যান্য দেশে এই অবস্থা বিদ্যমান। বিত্তবানদের হাতে জমির মালিকানা চলিয়া যাইতেছে বিধায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে।

জাতিসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসকাপ) উল্লিখিত দেশসমূহের অবস্থার উন্নয়নকল্পে ৮০-এর দশকে এক কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছে। এসকাপে প্রণীত উল্লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হইবে অগ্রাধিকার এলাকা ও অঞ্চল।